



# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## তথ্য অধিদফতর



PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

তথ্যবিবরণী

নম্বর-১১৮

### রাজশাহীতে মহান বিজয় দিবস উদযাপন

রাজশাহী, পহেলা পৌষ (১৬ ডিসেম্বর):

আজ ১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক দিন। রাজশাহীতে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়।

শুক্রবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং জেলা পুলিশ লাইন্সে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হয়।

সকাল সাড়ে ৭ টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরের শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফরউল্লাহ (এনডিসি), রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোঃ আব্দুল বাতেন, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোঃ আবু কালাম সিদ্দিক, জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল, পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সংস্থার প্রধান, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণি-পেশার সর্বস্তরের মানুষ পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকাল ৯ টায় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কমিশনার জি এস এম জাফরউল্লাহ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে বিভাগীয় কমিশনার প্রধান অতিথির বক্তৃতা রাখেন। ইতিহাসের মহানায়ক স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, শহিদদের আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। শহিদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান বিজয়। তাঁরা আমাদেরকে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

জি এস এম জাফরউল্লাহ বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে অকুতোভয় বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তির মূলমন্ত্রে। ১৯৭১ সালে আজকের এই দিনে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত ও গৌরবান্বিত বিজয়। সেইসঙ্গে অবসান হয় বাঙালি জাতির ২৩ বছরের শোষণ ও বঞ্চনার। এই বিজয় শাসকের বিরুদ্ধে শোষণের, অন্যায়ে বিরুদ্ধে ন্যায়ের, বঞ্চনার বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের।

তিনি বলেন, মুক্ত বাঙালি জাতি ধীরে ধীরে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ উন্নয়নের মহাযাত্রায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। মহান বিজয়ের ৫২তম বছরে এসে আমরা বেশ কিছু গৌরবময় সাফল্য অর্জন করেছি, যা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে।

আমরা বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের গৌরব অর্জন করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় ২,৮২৪ মার্কিন ডলার।

মেগাপ্রকল্পগুলো তুলে ধরে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, বাংলাদেশে এখন শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল করতে পেরেছি। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমিসহ ঘর প্রদান করে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে বিরল নজির গড়েছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময় মন্তব্য করে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, আজ বাংলাদেশ ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের সর্বত্র ডিজিটালের ছোঁয়া লেগেছে। ঘরে বসে প্রায় সব ধরনের সেবা পাওয়া যায়।

এ সময় তিনি বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় মনোনিবেশের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মোঃ আব্দুল বাতেন, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোঃ আবু কালাম সিদ্দিক, জেলা প্রশাসক আব্দুল জলিল, পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর ও সংস্থার প্রধান, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

.....  
তৌহিদ/সিকান্দার/রোকন/১২.০০ঘ.